সংবাদ

তারিখ 16 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

বিশ্ব শিশু দিবসের আলোচনায় বক্তারা

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা

সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক

শিশু-কিশোরদের মনে মাতৃভাষা যেভাবে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। তাদের দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই, তেমনি মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষারও বিকল্প নেই। তাই শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা। শুধু পরীক্ষা আর সনদ নয়, পিঠ থেকে বইয়ের বোঝা নামিয়ে শিশুদের শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্কুলে-বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। গতকাল বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু নিকেতনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ভাবনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও আজকের বাস্তবতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার মূল বক্তব্যে এসব কথা বলা হয়।

শিশু নিকেতনের সেলিনা খালেকের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমিরেটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। সভায় অন্যদের মধ্যে কুরি কাইয়ুম নিজামী, ডা. মাজহারুল মান্নান, এম. আজিজুল ইসলাম, নাসের ইকবাল যাদু, নূরুল করিম চৌধুরী জিন্নাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিশু নিকেতনের সাধারণ সম্পাদক এম আর মাহবুব। সভায় শেষে জেনেসিস থিয়েটারের পরিবেশনায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও জীবনী অবলম্বনে নাটক 'লিচু চোর' ও 'তোতনের ইচ্ছে' পরিবেশিত হয়।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, শিশুদের শিক্ষা হতে হবে আনন্দদায়ক। শিশুকে তার মনের আবেগ সহজভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে হবে। পাঠ্যবই ছাড়াও শিশুদের সৃজনশীল ও ভালো বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে মুখ্য। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ক্লাস শুরু করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় শিশুদের জন্য একটি মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

সেলিনা খালেক বলেন, 'আজকালকে শিশুরা সাহিত্য সংস্কৃতি তো দূরের কথা তারা নিয়মিত বিশ্রাম ও খাবারের সময়ও পাচ্ছে না। ক্লাস, কোচিং নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী করে তুলতে হবে। শিশুদের মনে সাহিত্য সংস্কৃতির বীজ বপন করতে হবে। দেশীয় সংস্কৃতিবিমুখ শিশুরা আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা শিশুর মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল প্রবন্ধে এম আর মাহবুব বলেন, দেশীয় সংস্কৃতিচর্চা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা, মননশীলতা সর্বোপরি দেশপ্রেমের অভাবে অধিকাংশ শিশুরা আজ বিপথে হাঁটছে। অধিকারবঞ্চিত শিশু-কিশোররা পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই এ রকম পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। শিশু-কিশোরদের মনে জাগ্রত করতে হবে দেশপ্রেম। ছোটবেলা থেকেই তাদের মনোজগতে গড়ে তুলতে হবে দেশীয় সংস্কৃতিচর্চা, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। শিশু-কিশোরদের কোমল মনে সৃজনশীলতা, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ ইতিহাস-ঐতিহ্যের বীজ বপন করে তাদের শেকড় সন্ধানী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।